

নং- ১২.০০.০০০০.০৫৩.২২.০০২.১৮/ ২৩৫

তারিখ: ১২ জুন ২০১৮

বিষয়: 'জাতীয় জৈব কৃষি নীতি ২০১৬' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় টাস্কফোর্স এর গত ২৪ মে ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

'জাতীয় জৈব কৃষি নীতি ২০১৬' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় টাস্কফোর্স এর সভাপতি ও সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে গত ২৪ মে ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

(পরিচালক হাজরা)

উপসচিব

ফোন: ৯৫৪০০৪০

ই-মেইল: dsexten2@moa.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১ অতিরিক্ত সচিব (পিপিপি), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ২ অতিরিক্ত সচিব(গবেষণা), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৩ অতিরিক্ত সচিব(সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৪ মহাপরিচালক (বীজ), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৫ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, দিলকুশা, বা/এ. ঢাকা
- ৬ যুগ্ম সচিব(সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৭ নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা
- ৮ মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা
- ৯ মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা
- ১০ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর
- ১১ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর
- ১২ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা
- ১৩ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ
- ১৪ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুপারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা
- ১৫ মহাপরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী, গাজীপুর।
- ১৬ নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা
- ১৭ নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ি, ঢাকা
- ১৮ নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী
- ১৯ পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর
- ২০ পরিচালক, মুক্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, খামারবাড়ি, ঢাকা
- ২১ পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা
- ২২ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হর্টিক্র ফাউন্ডেশন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা
- ২৩ উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
- ২৪ উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
- ২৫ উপাচার্য, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
- ২৬ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ফাটিলাইজার এসোসিয়েশনস, ১৬৬-১৬৭ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
- ২৭ প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ অর্গানিক প্রডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন, বাড়ি নং, ৬৮১, রোড নং-১২, জহিরুল ইসলাম আবাসন হাউজিং লি., মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
- ২৮ কনভেনর, ন্যাশনাল ওয়াকিং গ্রুপ অন অর্গানিক এগ্রিকালচার, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা

অনুলিপি:

- ১। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ২। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়(কার্যবিবরণীটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)
- ৩। অফিস কপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
সম্প্রসারণ-২ অধিশাখা

বিষয় : 'জাতীয় জৈব কৃষি নীতি ২০১৬' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় টাঙ্কফোর্স এর ১ম সভার সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়
স্থান	:	সভাকক্ষ (ভবন নং-০৪ কক্ষ নং-৫১২) কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
তারিখ	:	১৪ মে ২০১৮
সময়	:	সকাল ১০.৩০ মিনিট
উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা	:	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি সভায় উপস্থিত সদস্যদের মনোবাদ জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি বলেন, জনস্বাস্থ্য ও সুষ্ঠু কৃষি পরিবেশের উপর গুরুত্বারোপ করে 'জাতীয় জৈব কৃষি নীতি ২০১৬' প্রণয়ন করা হয়েছে। এখন এর উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তিনি জানান 'জাতীয় জৈব কৃষি নীতি ২০১৬' এর ৪.০ 'প্রাতিষ্ঠানিক নীতি'-তে মন্ত্রণালয়কে জাতীয় টাঙ্কফোর্স গঠনের মাধ্যমে এর নীতি বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের জন্য বলা হয়েছে। এরই মারাত্মকতায় জাতীয় টাঙ্কফোর্স গঠিত হয়েছে এবং অদ্য এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অতঃপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী তথ্য উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য-সচিবকে অনুরোধ করেন।

উপস্থাপনা:

০১. যুগ্মসচিব (সম্প্রসারণ) ও টাঙ্কফোর্স কমিটির সদস্য-সচিব প্রথমে জৈব কৃষি নীতির সুখ্যা দিকসমূহ সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, 'কৃষি' বাংলাদেশের অর্থনীতি তথা খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম নিয়ামক। এ খাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় ও আয়র্জাতিক প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে 'জাতীয় কৃষি নীতি, ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়, যা বর্তমানে সমরোপযোগী করে 'জাতীয় কৃষি নীতি, ২০১৮' হিসেবে প্রণয়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ দানাদার খাদ্য শস্যের প্রায়সংস্পর্শে অর্জনের পাশাপাশি শাক-সজি এবং ফলমূল উৎপাদনেও ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। 'জাতীয় কৃষি নীতি, ২০১৩' এর ৭ম অধ্যায়ে 'জৈব ও সুস্থ সার প্রবর্তন/ উৎসাহিতকরণ' এর বিষয়টি সন্নিবেশিত করা আছে। এ অধ্যায়ে রাসায়নিক সারের অসম ব্যবহারের ফলে ভূমির অবক্ষয় এবং উর্বরতা হ্রাসের বিষয়ে উল্লেখ করে জৈব ও সুস্থ সারের ব্যবহার উৎসাহিত করা হয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও বালাইনাশকের ব্যবহারে ফলন কয়েকগুন বৃদ্ধি পেলেও এদের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার জনস্বাস্থ্য, মাটির গুণাগুণ ও কৃষি পরিবেশের উপর অনেক নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করেছে। সামটাইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল-০১ (End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture) এ টেকসই কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আর এ বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে জাতীয় জৈব কৃষি নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। 'জাতীয় জৈব কৃষি নীতি, ২০১৬' এ 'প্রাতিষ্ঠানিক নীতি' অংশে জাতীয় টাঙ্কফোর্স এর দায়িত্ব হিসেবে মানদণ্ড নির্ণয়ন, মান অনুমোদন এবং প্রত্যয়ন করার নিমিত্ত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করার কথা বলা হয়েছে। আজকের সভায় আলোচনার মাধ্যমে জৈব কৃষির মান নির্ধারণ, মান অনুমোদন ও প্রত্যয়িত করার পদ্ধতি কি হতে পারে, কোন দপ্তর/ সংস্থার মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা যায় বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। পাশাপাশি জাতীয় জৈব কৃষি নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজ্য, সমরোপযোগী ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি কি কি হতে পারে তাও নির্ধারণ করা যেতে পারে।

আলোচনা:

০২. আলোচনা শুরুতে অতিরিক্ত সচিব, নীতি ও পরিকল্পনা, কৃষি মন্ত্রণালয় বলেন, এখন টাঙ্কফোর্সের মূল কাজ হবে এ নীতি বাস্তবায়নের জন্য মানদণ্ড নির্ধারণ এবং এজন্য পরিদর্শন ও প্রত্যয়ন করার লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করা।

নতুন করে কোন প্রতিষ্ঠান গঠন না করে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে একটি প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। মহাপরিচালক, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, প্রাথমিকভাবে শুষ্ক ফল ও শাক-সবজিতে জৈব কৃষি সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয় বলেন, প্রাথমিকভাবে ফসল নির্ধারণের বিষয়টি নীতিমালার ৩.৬ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে। সে মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস জানান, নীতি'র ৪.১.৪ এর আলোকে পরিদর্শন ও প্রত্যয়ন সংস্থা নির্ধারণ করাটাই হল প্রাথমিক কাজ।

০৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হর্টিকোল ফাউন্ডেশন বলেন প্রাথমিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উপকূলীয় কিছু এলাকায় জৈব কৃষি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে এবং বিশেষজ্ঞদের নিয়ে স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করে মাঠপর্যায়ে একটি সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। সভাপতি, বাংলাদেশ ওর্গানিক প্রডাক্ট ম্যানুফেকচারার এসোসিয়েশন সভায় কৃষক হিসেবে জৈব সার ব্যবহার করে তার সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। তিনি সভাকে জানান, পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জ উপজেলায় জৈব সার প্রয়োগ করে খুব ভাল ফল পাওয়া গেছে এবং সেই ফসল নরওয়েতে রপ্তানিও করা হয়েছে।

০৫. মহাপরিচালক, পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট বলেন, জৈব সারের মূল্য কৃষকের ক্রয়সীমার মধ্যে থাকা উচিত এবং সহজলভ্য হওয়া উচিত। জনাব মোঃ খায়রুল আলম ভূঞা, সাধারণ সম্পাদক, জৈব ইউনিট, বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন বলেন, জৈব সারের নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি বিএফএ এর মাধ্যমে সম্পন্ন হলে ভাল হবে। শেরে-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি সভায় জানান, Accreditation, Standard নির্ধারণ ও কর্মসূচি-এই ৩টি একসাথে পাশাপাশি সম্পন্ন করা যেতে পারে। জৈব কৃষির বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্কুল পর্যায় থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়। Organic Recycle Method প্রয়োগ করা, জৈব বালাইনাশক বাজারে পর্যাপ্ত থাকার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

০৬. মহাপরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড কন্ট্রোল ফার্মিং-এ জৈব কৃষি প্রয়োগ করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখতে অনুরোধ করেন। পরিচালক, মুক্তিকাসম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট জানান, ভার্মি কম্পোস্ট ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে তার প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ মান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক বলেন, মাটির অবস্থার উন্নতির জন্য জৈব কৃষি পদ্ধতি জরুরি। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের প্রতিনিধি সভায় জানান, যেসব এলাকায় এখনও রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক ব্যবহার হয়নি সেসব এলাকাকে চিহ্নিত করে জৈব কৃষির উদ্যোগ নেয়া যায়। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বলেন, বাংলাদেশে কিছু প্রতিষ্ঠান ওর্গানিক পণ্য নামে কৃষি পণ্য বাজারজাত করে থাকে যার কোন স্ট্যান্ডার্ড নেই এবং কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেই পণ্য প্রত্যায়িতও নয়। প্রত্যয়নকারী সংস্থা ও এতদবিষয়ে মান নির্ধারণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত।

সিদ্ধান্ত:

০৭. সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে জৈব কৃষির নীতি বাস্তবায়নের জন্য মান নির্ধারণ, এক্রেডিটেশনের পদ্ধতি নির্ধারণ এবং প্রত্যয়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে এমন প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ করার নিমিত্ত নিম্নোক্ত ৩৩ টি সাব-কমিটি গঠন করা হল। সাব কমিটিসমূহ আগামী ৬০ কার্য দিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবে:

ক. জৈব কৃষির প্রত্যয়নকারী প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণ কমিটি:

ক্রমিক	পদবি	পদ
১	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হর্টিকোল ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	আগ্রায়ক
২	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-এর প্রতিনিধি	সদস্য
৩	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর প্রতিনিধি	সদস্য
৪	মুক্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট-এর প্রতিনিধি	সদস্য

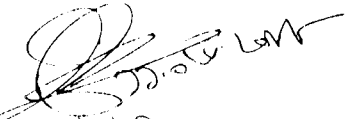
খ. জৈব কৃষির এফ্রেডিটেশন পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য কমিটি:

ক্রমিক	পদবি	পদ
১	সদস্য পরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ বিভাগ), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	আহ্বায়ক
২	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৩	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর প্রতিনিধি	সদস্য
৪	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫	সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক, BOPMA	সদস্য



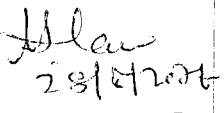
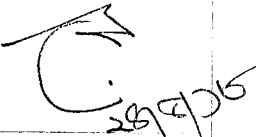
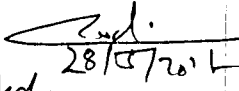
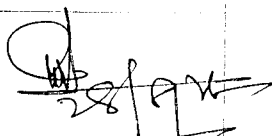
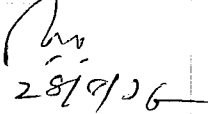

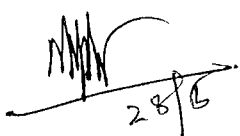
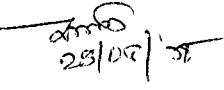
গ. জৈব কৃষির স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণের জন্য কমিটি:

ক্রমিক	পদবি	পদ
১	সদস্য পরিচালক (পরিষ্কল্পনা বিভাগ), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	আহ্বায়ক
২	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৩	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর প্রতিনিধি	সদস্য
৪	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫	বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর প্রতিনিধি	সদস্য

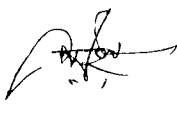
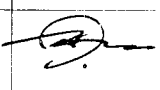

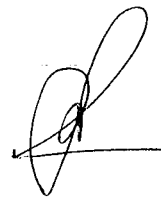
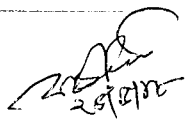
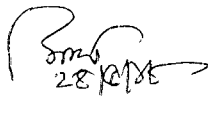
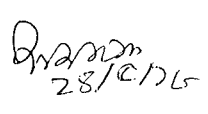
০৮৮ পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


(মোহাম্মাদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ)
সিনিয়র সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়

'জাতীয় জৈব কৃষি নীতি ২০১৬' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় টার্কফোর্স এর ২৪-০৫-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের উপস্থিতি স্বাক্ষর:

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ঠিকানা	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১	ড. মো: হেলাল হোসেন মির্জাপুর (চোখাঙ্গা) ম. সি.এ.আই.সি.	মোবাইল নং- ০১৭১১৪৬৬৪২৫ ই-মেইল-	
২	ডা. মোহাম্মদ উল্লাহ কোম্পানি, কুমিল্লা-৩২৩০০১ স্বাক্ষর/স্বাক্ষর	মোবাইল নং- ০১৭১২-২৪২৭৭৪ ই-মেইল- ayohkaromatic@gmail.com	
৩	ড. মো: হেলাল হোসেন (মোঃ হেলাল) মহাপরিচালক বি.ই.আই.সি.	মোবাইল নং- ০১৭০৭০৭৭০৫২ ই-মেইল- dg@jirc.iair.gov.bd	
৪	ড. মো: কাসিম হোসেন মহাপরিচালক সি.এ.আই.সি.	মোবাইল নং- ০১৭১২২৪০০৪৩ ই-মেইল- kasir.824@gmail.com	
৫	ড: আমরুল হোসেন আমরুল মহাপরিচালক, বি.ই.আই.সি.	মোবাইল নং- ০১৭২৭১০০২৫ ই-মেইল- dg.barcebari.gov.bd	
৬	মো: মাহবুব আল হোসেন মহাপরিচালক, সি.এ.আই.সি.	মোবাইল নং- ০১৫১১৬১০৬১০ ই-মেইল-	
৭	মোহাম্মদ মাহবুব মহাপরিচালক, সি.এ.আই.সি.	মোবাইল নং- ০১৭১৩-৪৬৩৫৬৭ ই-মেইল-	
	মো: হেলাল হোসেন মহাপরিচালক (সি.এ.আই.সি.) স্বাক্ষর/স্বাক্ষর	মোবাইল নং- ই-মেইল-	
	ডা: নব্বুল হোসেন মহাপরিচালক, সি.এ.আই.সি.	মোবাইল নং- ই-মেইল-	
	ডা: মোহাম্মদ হোসেন মহাপরিচালক (সি.এ.আই.সি.) স্বাক্ষর/স্বাক্ষর	মোবাইল নং- ই-মেইল-	
		মোবাইল নং-	

'জাতীয় জৈব কৃষি নীতি ২০১৬' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় টাঙ্কফোর্স এর ২৪-০৫-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের উপস্থিতি স্বাক্ষর:

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ঠিকানা	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
	৭.৮৫, ডক্টর রাফিকুল ইসলাম উপ-প্রকল্প পরিচালক (কৃষি) বিশ্বকর্ষাভিমন, বাগিচাঘাট	মোবাইল নং- ০১৭৩২-৭০৪৭৩১ ই-মেইল- rafiqul_islam@yahoo.com	
	ড. সালেহ উম্মেদ (সাব্বান) কম্পিউটারি অফিসার, কবিলা, বিমানঘাটা	মোবাইল নং- ০১৬৫১২৫১২৭ ই-মেইল- dgbinar.gov.bd	
	মিঃ বিধান কুমার বালুয়া মহাপরিচালক, বঙ্গ এম. ডিভিশন	মোবাইল নং- ০১৭১৬৮২১৬৬১ ই-মেইল- bidhansirdi@yahoo.com	
	ড. মোঃ মাহবুবুল হক মহাপরিচালক, কৃষি মন্ত্রী দপ্তর	মোবাইল নং- ০১৭২০৬৭২০৬৫ ই-মেইল- director@sec.gov.bd	
	ড. মোঃ ফারুক হুসেইন মহাপরিচালক, কৃষি মন্ত্রী দপ্তর	মোবাইল নং- ০১৭১১০২০৭৭৫ ই-মেইল- mfaruk@sec.gov.bd	
	ড. মোঃ হোসেন হুসেইন মহাপরিচালক, কৃষি মন্ত্রী দপ্তর	মোবাইল নং- ০১৭৪৫৩৩৪১৭০ ই-মেইল- hostex@hostex.org	
	ড. মোঃ মোস্তাফিজ হোসেন মহাপরিচালক, কৃষি মন্ত্রী দপ্তর	মোবাইল নং- ০১৭১৩০৪২১১২ ই-মেইল- dg-bsri@bsri.gov.bd	
		মোবাইল নং-	
		ই-মেইল-	
		মোবাইল নং-	
		ই-মেইল-	
		মোবাইল নং-	
		ই-মেইল-	